ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ

(Arguments against the existence of God)

৬.১ ধর্মের প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা (Naturalistic Interpretation of Religion)

সংশয়বাদীগণ (Sceptics) [illegible] (Naturalistic interpretation of religion) [illegible]

৬.২ ধর্ম সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological Theory of Religion)

[illegible] Emile Durkheim [illegible] *The Elementary Forms of the Religious life* [illegible]

[illegible]

[illegible]

(moral imperative) [illegible] (environing reality) [illegible] (supernatural being) [illegible]

[illegible] Durkheim [illegible] (taboo) [illegible]

[illegible] Durkheim [illegible]

* "Because Durkheim treated the totem as symbolic of the God, he inferred that the God is a personification of the clan. This conclusion, if generalized, suggested that all the objects of religious worship symbolize social relationships and indeed, play an important role in the continuance of the social group"—From Encyclopaedia Britannica article on the study of religion.

নির্ভরশীল। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই আমরা অসুখী। আমরা সমাজ থেকেই মানসিক প্রাণশক্তি সংগ্রহ করি এবং সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে মিলে যখন ধর্মাচরণ করি তখন সমাজ থেকেই সেই শক্তি আহরণ করি। এই শক্তি আমাদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, Religion শব্দের উৎস হল লাতিন শব্দ ligare যার অর্থ ঐক্যবদ্ধ করা বা বেঁধে রাখা।

আসলে সমাজ হল বৃহত্তর পরিবেশগত সত্তা যার অবস্থান ব্যক্তির ঊর্ধ্বে। এই সমাজ অতি প্রাচীন। ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবন শুরু হওয়ার আগে থেকেই তা অস্তিত্বশীল এবং বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও সমাজের অস্তিত্ব বিলীন হয় না। এই সমাজই সেই বাস্তব সত্তা যা ঈশ্বররূপে প্রতীকায়িত হয়। সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে সমাজের স্বাভাবিক চাপগুলি ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় উপস্থিতিরূপে রূপান্তরিত হয়। কারণ, মানুষের সার্বজনীন প্রবণতা হল মানস প্রতিরূপ ও প্রতীক সৃষ্টি করা।

সংক্ষেপে এই হল ধর্মের প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই যে ঈশ্বর মানবসমাজ এবং যে জগতে আমরা বাস করি সেই জগতের স্রষ্টা। বরং এই ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষই তার সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে।

সমালোচনা

খ্রীষ্ট চিন্তাবিদগণ এই মতবাদকে নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। সমালোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল H. H. Farmer-এর। তিনি *Towards belief in God* গ্রন্থে যে সমালোচনা করেছেন John Hick সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের সমালোচনায় সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, ধর্মীয় চেতনাসম্ভূত বিবেকের আহ্বান সুদূরপ্রসারী। অনেক সময়ই তা অভিজ্ঞতায় যে সমাজকে আমরা পাই সেই সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে এবং সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে একটি নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। মহান ধর্মগুরু, ইহুদি ধর্মীয় নেতা, যিশুখ্রিস্ট ও তাঁদের শিক্ষায় একেশ্বরবাদের অনুসিদ্ধান্ত অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা হল : ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিকে ভালোবাসেন এবং তিনি সমস্ত মানুষকে ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে আহ্বান জানান। উপরোক্ত এইসব বিষয়কে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না বলে দাবি করা হয়।

প্রশ্ন হল, ঈশ্বরের আহ্বান বলতে যদি মনে করা হয় যে, সমাজ তার সদস্যদের উপর একরকমের আত্মরক্ষাবিধি চাপিয়ে দেয় এবং তা করা হয় সমাজেরই স্বার্থে তাকে

মানুষের কর্তব্য বলে তাকে অভিহিত করা হয় এবং যার ব্যাপ্তি সমগ্র মানবসমাজে, সেই কর্তব্যবোধের উৎপত্তি কোথায়? সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে সমাজ বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝান হয়ে থাকে। কিন্তু মানবজাতি সামগ্রিকভাবে সমাজ নয়। কাজেই একটি গোষ্ঠীর সদস্যকে ঈশ্বরের আহ্বান বলে অভিহিত করা চলে না। কারণ, কোন গোষ্ঠী কখনই গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তির প্রতি সমভাবাপন্ন কর্তব্য করার কথা বলে না, অথচ ঈশ্বরের বাণীতে গোষ্ঠীর বহির্ভূত ব্যক্তির প্রতিও গোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করার কথা বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের নৈতিক সৃজনী শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ বলে দাবি করা হয়। ধর্মপ্রবর্তক চরিত্রগতভাবে একজন নৈতিক সংস্কারক। তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত নৈতিক বিধিকে অতিক্রম করে। তিনি তাঁর শিষ্যদের জীবনের মধ্যে নৈতিকতার সুদূরপ্রসারী নতুন শিক্ষা সঞ্চারিত করেন—এইসব বিষয়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যদি না আত্মসংরক্ষণ ও বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার বাইরে নৈতিক বাধ্যবাধকতার অন্য উৎস না থাকে? সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ শুধু "বদ্ধ সমাজের" (closed society) সঙ্গে খাপ খায়। বিশ্বজনীন গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে নৈতিকভাবে আমাদের অনুভবের অন্তর্দৃষ্টি সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

তৃতীয়ত, সমালোচনায় দাবি করা হয় যে, সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ সমাজবিমুখ বিবেকের শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আবার সমালোচনার অভিমুখ ছিল সেইসব ব্যক্তিদের প্রতি যাঁরা সমাজের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং অন্য সুরে কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাইবেলের Old Testament-এ বর্ণিত ধর্মগুরু Amos-এর কথা যিনি তাঁর সময়ের রিক্ত সমাজকে প্রকাশ্যভাবে ভর্ৎসনা করেছেন অথবা বহু শতাব্দী পরের কোনো Alan Paton বা একজন Father Huddlestone-এর কথা যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিজবর্গের লোকেদের একচ্ছত্রতার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং সেখানকার কালো চামড়ার লোকেদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আরো উল্লেখ করা যায় সোভিয়েত রাশিয়ার আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের (Alexander Solzenitsyn) কথা যিনি তাঁর সময়ের সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচক। কলম্বিয়ার Camilo Torres-এর নামও প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। আমাদের দেশের রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের* নামও উল্লেখযোগ্য এজন্যে যে তাঁরা সমাজের নানা কুপ্রথার

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অনেকে বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন। যেমন অজিতকুমার ... বিনয়ভূষণ ঠাকুর এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিক। একথা সত্য কিনা তা বলা কঠিন। তবে এটুকু

[illegible]

... Old Testament ... [illegible]

[illegible]

৬.৩ Freud-এর [illegible] (The Freudian Theory of Religion)

Sigmund Freud (1856-1939) [illegible] (Phychoanalysis) [illegible] ("....illusions, fulfilments of the oldest, strongest and most insistent wishes of mankind")।

Freud-এর [illegible] Freud-এর [illegible]

[illegible]

[illegible] (personal) [illegible] Freud [illegible]

[illegible]

[illegible] (will) [illegible]

[illegible] (Divine father) [illegible] ("...the universal obsessional neurosis of humanity") [illegible] (disease) [illegible]

Totem and Taboo [illegible] Freud [illegible] (Oedipus complex) [illegible]

ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে Freud মনে করেন শিশুর নিজের পিতার প্রতি ঈর্ষাপোষণ এবং মাতাকে কামনা করা। তিনি মানুষের ইতিহাসে এমন একটি প্রাগৈতিহাসিক স্তরের কথা বলেছেন যখন গোষ্ঠীর একক (unit) ছিল একটি আদিম দল (Primal horde) যা গঠিত হত মাতা, পিতা ও সন্তানকে নিয়ে। দলে পিতাই ছিল শাসক এবং স্ত্রীলোকদের উপর তার ছিল একাধিপত্য। পুত্রদের মধ্যে যদি কেউ তার ক্ষমতা বা অবস্থা সম্পর্কে কোনরকম অভিযোগ উত্থাপন করত তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত করা হত বা হত্যা করা হত। যখন পুত্ররা দেখল যে একক ব্যক্তি হিসেবে পিতাকে পরাস্ত করা সহজ নয় তখন তারা একত্রিত হয়ে তাকে হত্যা করত (এবং নরখাদক বা cannibal বলে হত্যার পর খেয়েও ফেলত)। এই ছিল আদিম অপরাধ (the primal crime)। পিতৃহত্যা যা মানুষের মনোরাজ্যে আলোড়ন তুলেছিল যার থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে নৈতিক নিয়ম, টোটেমবাদ (totemism) এবং ধর্মের অন্যান্য দিক। পিতাকে হত্যা করার পর পুত্রদের মনে অনুশোচনা জাগে এবং তারা বিমর্ষ হয়। তারা দেখতে পায় যে সকলের পক্ষে পিতার স্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং সামাজিক [illegible] প্রয়োজন আছে। মৃত পিতার বিধিনিষেধগুলি নতুন নৈতিক কর্তৃপক্ষের (moral authority) সৃষ্টি করল এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যৌন সংসর্গ (incest) নিষিদ্ধ বিবেচিত হতে লাগল। ঈডিপাস কমপ্লেক্স প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে অবচেতনে কাজ করে। ধর্মের সঙ্গে ঈডিপাস কমপ্লেক্স-এর অনুষঙ্গ (association) থাকার ফলে মানুষের মনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং শক্তিশালী অপরাধবোধ মানুষকে অতীত পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সুতরাং, ধর্ম হল অবদমিতের প্রত্যাবর্তন (return of the repressed)।

Freud-এর ধর্মসম্পর্কীয় বক্তব্যের তাৎপর্য এরকম—ধর্ম হল ইচ্ছাপূরণের ফল। ধর্মের একেশ্বরবাদী রূপের ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের নানা অভিজ্ঞতা পিতাকে স্বর্গের সর্বশক্তিমান ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পিতারূপে অভিক্ষেপ (projection) করা হয়। এই উপায়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে শৈশবাবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়। একথা বলার অর্থ হল ধর্মে শিশুসুলভ আচরণ ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী করে রাখা হয় বিশেষ করে অপরাধ করা এবং ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে। অবশ্য ইচ্ছাপূরণের ফল বলেই ধর্মীয় বিশ্বাসের মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয় না। Freud বিশ্বাস করতেন ধর্মবিশ্বাস যে একধরনের মিথ্যা বিশ্বাস যা স্বাধীন যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু তিনি এটা ভেবেছেন যে ধর্ম হল বিশেষ একধরনের জাতির প্রজাতি (species) এবং ক্ষতিকর ভ্রান্তি, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকভাবে যখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে প্রকৃতপক্ষে কী এবং আমরা চাই এই সত্য যেমন হোক।

সমালোচনা

Darwin এবং Robertson Smith-এর সূত্র থেকে Freud "আদিম দল" বা primal horde-এর ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালের নৃতত্ত্ববিদগণ (anthropologists) সাধারণত এই ধারণা বর্জন করেছেন। এমনকি যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স-এর উপর Freud গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বর্তমানকালের মনোবিজ্ঞানীগণ এমনকি Freud-এর শিষ্যদের অনেকেই সবরকম স্বীকার ব্যাপারে এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। উপরন্তু দার্শনিক সমালোচকগণ নির্দেশ করেছেন যে Freud-এর মানসিক পরমাণুবাদ (mental atomism) ও নিয়ন্ত্রণবাদের (determinism) দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে গুরুত্ব আছে কিন্তু পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান হিসেবে কোন গুরুত্ব নেই।

Freud-এর ধর্মসম্পর্কীয় মত সামগ্রিকভাবে নিলে খুবই অনুমাননির্ভর (speculative) এবং সম্ভবত তাঁর চিন্তার খুবই কম খাঁটি দিক, কিন্তু তাঁর অবদান এই যে ধর্মে আস্থা হল একধরনের মনস্তাত্ত্বিক অবলম্বন (psychological crutch) এবং অলীক চিন্তা (phantasy thinking)—অনেকেই এই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অভিজ্ঞতায় আমরা যে ধর্মকে পাই তার মধ্যে যে নৈতিক উপাদানের মিশ্রণ রয়েছে এবং ইচ্ছাপূরণ নিঃসন্দেহে ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তা বহু লোকের মনে একটি প্রধান উপাদান।

John Hick ফ্রয়েডের ধর্মসম্পর্কীয় অভিমতের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে পিতৃ-প্রতিরূপের (father image) কথা বলতে গিয়ে Freud হয়তো ঈশ্বর কীভাবে মানুষের মনে তাঁর একটি ধারণা সৃষ্টি করেছেন সেই কলাকৌশলের কথাই বলেছেন। ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের অনুরূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই এটা বিস্ময়কর কিছু নয় যে, মানুষ ঈশ্বরকে স্বর্গীয় পিতারূপে চিন্তা করবে এবং পিতার উপর শিশুর একান্ত নির্ভরতা ও পারিবারিক পরিবেশে ভালোবাসা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিশুর গড়ে ওঠা এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে অবহিত হবে। পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যে মন কোনও ধর্মের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি সেই মনের কাছে মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা দুটোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

John Hick উপসংহারে বলেন, ধর্ম সম্পর্কে Freud-এর তত্ত্ব সত্য হলেও হতে পারে কিন্তু প্রমাণিত সত্য নয়।